প্রথম আলো

তারিখ 8 OCT 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ছাত্রশিবির-ছাত্রলীগ সমর্থকদের সংঘর্ষ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা উপাচার্যের কক্ষে তালা

নিজস্ব প্রতিবেদক, কুমিল্লা ●

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগ সমর্থিত একাংশের নেতা-কর্মীদের মধ্যে গতকাল বুধবার সংঘর্ষে উভয় পক্ষের অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের পর কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষ প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি ফরম বিক্রির অর্থ বণ্টন নিয়ে পূর্বনির্ধারিত একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক করতে পারেনি। এতে ভর্তি ফরম বিক্রির অর্থ বণ্টনের নীতিমালা তৈরির দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা উপাচার্যের কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে উপাচার্য পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় মুক্ত হন।

পুলিশ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানিয়েছেন, গতকাল সকাল ১০টার দিকে ছাত্রলীগের সমর্থকদের একাংশের সভাপতি মাহমুদুর রহমান ওরফে মাসুম এবং সাধারণ সম্পাদক আল আমিন অর্ণবের নেতৃত্বে একদল শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নেন। তাঁরা উপাচার্যের বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করার জন্য ছাত্রশিবিরের সমর্থক নেতা-কর্মীদের অনুরোধ করেন। ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীরা এতে সায় না দিলে উভয় পক্ষ একপর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তাঁরা পরস্পরের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করেন। সংঘর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক পেরিয়ে সালমানপুর গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে গ্রামবাসীসহ ছাত্রলীগ সমর্থিত নেতা-কর্মীরা ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের মেসে হামলা চালান। মেস থেকে দুটি মোটরসাইকেল ক্যাম্পাসে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ছাত্রশিবির সমর্থিত নেতা-কর্মীরাও পাল্টা প্রতিরোধ করেন। পুলিশ ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে অবস্থান নেয়। দফায় দফায় হামলায় ছাত্রলীগ সমর্থক যাহী, শোভন, হাসান, জাহিদ, আরমান, ইমরান, চঞ্চল, রুহুল আমিন, শাহরিয়ার, জুবায়ের, আরিফ, মাহবুব ও জয় আহত হন। ছাত্রশিবিরের সমর্থক শাহাদাৎ হোসেন, ফয়সাল আহমেদ, গিয়াস উদ্দিন ফাহিম, শাহেদুল ইসলাম, হাবিবুর রহমান, আবু মুছা, মাহবুব মিয়াজী, রাফিউল কাদের ও শরিফুল ইসলাম আহত হন। আহতদের মধ্যে ছাত্রশিবিরের সমর্থক শাহাদাৎ হোসেনের অবস্থা গুরুতর। তাঁকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা, উপাচার্যের কক্ষে তালা

শেষ পৃষ্ঠার পর

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রের চিকিৎসক শিরিন সুলতানা *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের এখান থেকে ১৪ জন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।'

ছাত্রলীগ সমর্থক আল আমিন অর্ণব দাবি করেন, ছাত্রশিবিরের মাসুম বিল্লাহ, মামুন, ইমাম, জীবন, ফয়সাল ও আরিফের নেতৃত্বে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়।

অভিযোগ অস্বীকার করে ছাত্রশিবির সমর্থিতদের সভাপতি ফয়সাল আহমেদ বলেন, 'ছাত্রলীগের মাসুম, অর্ণব, শাহরিয়ার ও ইলিয়াছের নেতৃত্বে আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়। আমাদের মেস থেকে দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।'

সূত্র জানায়, ছাত্রশিবির সমর্থকদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেওয়ার পর ছাত্রলীগের সমর্থকদের একাংশের নেতা-কর্মীরা উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন। অন্যদিকে সকাল থেকে ভর্তি ফরম বিক্রির অর্থ বণ্টনের নীতিমালার দাবি জানিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা উপাচার্যের দপ্তরের সামনে অবস্থান নেন। সেখানে শিক্ষকেরা তাঁদের সঙ্গে বৈঠক করে একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক করার দাবি জানান। কিন্তু সংঘর্ষ এবং মিছিলের কারণে উপাচার্য ওই বৈঠক স্থগিত করেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দুপুর একটায় উপাচার্য সিন্ডিকেটের জরুরি সভা করে আগামী ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। কর্তৃপক্ষের এমন সিদ্ধান্তে আন্দোলনরত শিক্ষকেরা উপাচার্যের কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেন। এতে ভেতরে উপাচার্যসহ দুজন শিক্ষক আটকা পড়েন। পরে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (এডিএম) মো. তাজুল ইসলাম ও অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার ফারহাত আহমেদ আন্দোলনরত শিক্ষকদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন আফরোজা বেগমকে উপাচার্যের কার্যালয় থেকে বের করে আনা হয়। পরে পুলিশ ও প্রশাসনের সহায়তায় উপাচার্য বের হন।

আন্দোলনরত শিক্ষক কাজী জাহিদুর রহমান, মো. তাজুল ইসলাম এবং আবদুল হাকিম বলেন, 'উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে হবে। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।'

কুমিল্লার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আজিজুর রহমান ও সহকারী পুলিশ সুপার এ কে এম মহিউদ্দিন চৌধুরী জানান, সংঘর্ষের ঘটনা ক্যাম্পাসের ভেতরে হয়নি, গ্রামের ভেতরে হয়েছে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য এ এইচ এম জেহাদুল করিম বলেন, বাইরের শক্তির ইন্ধনে ক্যাম্পাস অস্থিতিশীল হচ্ছে। গতকালের সংঘর্ষের ঘটনার জন্য কোনো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি জানান।